ইউনিট
৯

সরকার ও বাজার
Government and Market

ভূমিকা

বাজার অর্থনীতি হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। বাজার অর্থনীতি মূলত মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে বোঝায়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে মুক্ত বাজার তথা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সকল বৈশিষ্ট্য যেমন অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, সমজাতীয় দ্রব্য, উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার, বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান, উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা, পণ্যের পরিবহন খরচ নেই, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি স্বীকৃত ছিল। এসবের প্রেক্ষিতে বলা হতো যে, চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে সম্পদের কাম্য বণ্টন নিশ্চিত হবে। সময়ের পরিক্রমায় বাজারকে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আসে। এ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারকে প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ : বাজার ব্যর্থতা

পাঠ ৯.২ : ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্য

পাঠ ৯.১ বাজার ব্যর্থতা
Market Failure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাজার ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাজার ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

বাজারের ব্যর্থতা হলো মুক্ত বাজারে পণ্য ও সেবার অকার্যকর বিতরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। দক্ষ বণ্টন হলো এমন এক অবস্থান যখন সমাজের কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অন্যের কল্যাণ বাড়ানো যায় না। সমাজে গণদ্রব্য না থাকলে, পরিবহন খরচ শূণ্য হলে এবং একচেটিয়া কারবার না থাকলে ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে দ্রব্য উপস্থিত থাকে, তবে বাজার ব্যবস্থা কার্যকর হয়না।অন্য দিকে পূর্ণপ্রতিযোগিতার শর্তসমূহের লংঘন ঘটলে সম্পদের দক্ষ বন্টন নিশ্চিত হয়না। আবার অনেক সময় সব শর্ত বিদ্যমান থেকে গনদ্রব্য অবর্তমান থাকলেও বাজার ব্যবস্থা দক্ষ সম্পদ বন্টনে ব্যর্থ হয। এই অবস্থাকে অনেকেই বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য এটিকে বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলার চেয়ে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা বলাই শ্রেয়।

বাজার ব্যর্থতার ধরন : বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নিম্নে বাজার ব্যর্থতার বিভিন্ন ধরন আলোচনা করা হলো-

১. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্বহীনতা :** পৃথিবীতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, ডুয়ুপলি ও ওলিগোপলি বাজারের প্রধান্য বেশি। তাই বাজার ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শর্তসমূহ দৃশ্যমান থাকে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম থাকে বেশি আবার উৎপাদন থাকে কম। তাই অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে দাম কম এবং উৎপাদন বেশি হতে সহায়ক হয়। আবার সরকার পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাধাসমূহ দূর করতে পারে।

২. **পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও এক্সটারনালিটিস :** সম্পদের কাম্য বণ্টন বলতে স্বীকার করা হয় যে চাহিদা ও যোগান রেখাসমূহে ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ এবং উৎপাদনকারীদের প্রকৃত খরচের প্রতিফলন ঘটবে। বাস্তবে অনেক দ্রব্যের চহিদা রেখায় ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দের প্রতিফলন ঘটে না। যেমন– একজন একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চায়। এ ক্ষেত্রে সে ফ্ল্যাটের আকৃতি ও আকার অনুসারে ভাড়া নেয় এবং খাজনা প্রদান করে। ফ্ল্যাটের নিচতলায় একটি ফুলের বাগান থাকায় (অন্যের বাগান) ফ্ল্যাটের চাহিদা রেখায় যে কল্যাণ প্রকাশ করে তা ফুল বাগানের কল্যান বিবেচনা করে না। বাজার চাহিদা রেখা ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ প্রকাশ করতে পারে না। ধনাত্মক বহিঃস্থ ভোগ প্রভাব থাকলে প্রকৃত পছন্দের বাজার চাহিদা রেখা থাকে দৃশ্যমান বাজার চাহিদা রেখার ওপরে।

৩. **আয় বণ্টনে বাজার ব্যর্থতা :** বাজার অর্থনীতিতে প্রত্রেক উৎপাদনকারী মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করে থাকে এবং উপাদানসমূহের উৎপাদনশীলতা অনুসারে মূল্য প্রদান করা হয়। কিন্তু চালাক, শক্তিশালী, পরিশ্রমী, দক্ষ ও পৈতৃক সম্পদের অধিকারীদের আয় বাজার প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি। অন্যদিকে অলস, বোকা ও অদক্ষদের আয় বাজার

প্রক্রিয়ায় অনেক কম হবে। বাজার ব্যবস্থা এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রগতিশীল কর আরোপ করে এবং সরকারি ব্যয় প্রক্রিয়ায় এরূপ সমাজে বণ্টনে সমতা আনা সম্ভব।

বাজার অদক্ষতা (Market Inefficiency)

অদক্ষ বাজারকে এমন এক বাজার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে, যেখানে স্টক এবং পণ্যগুলির দামগুলি যথাযথভাবে সঠিক তথ্যের প্রতিফলন করে না। একটি অদক্ষ বাজারে দামগুলিও বাজারে চাহিদা এবং সরবরাহের ব্যাখ্যা দেয় না।

একটি অদক্ষ বাজারে স্টক বা পণ্যগুলির দামগুলি তাদের আসল মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। সাধারণত নতুন শিল্পে নতুন সংস্থাগুলি যা খুব বেশি বিশ্লেষণ করা হয় না, সেই সংস্থাগুলির স্টকের জন্য অদক্ষ বাজার লক্ষ করা যায়। ধর্মঘট এবং মার্কেট ক্র্যাশগুলির উদাহরণগুলি কখনও কখনও বাজারে অকার্যকর হওয়ার প্রবণতা প্রমাণ করে। এছাড়া একটি অদক্ষ বাজারে শেয়ারের দামগুলি সাধারণত এলোমেলো হয় এবং অতীত ইভেন্টগুলি দ্বারা প্রভাবিত বা ব্যাখ্যা করা হয় না।

বাহ্যিকতা (Externality)

সাধারণত সামাজিক সুবিধাগুলি বেসরকারি সুবিধার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত যাতে সমাজ তার সদস্যদের রক্ষা করে এবং উৎপাদনশীল হয়। যখন কোনো ভালো বা কোনো পরিষেবার উৎপাদন বা খরচ তৃতীয় পক্ষের পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হয়, তখন এটি একটি ইতিবাচক বাহ্যিকতা এবং বিপরীতভাবে যখন কোনো ভালো বা কোনো পরিষেবার উৎপাদন বা ব্যয় তৃতীয় পক্ষের জন্য ক্ষতিকারক হয়, তখন তা নেতিবাচক বাহ্যিকতা। উদাহরণস্বরূপ, কমলা চাষ করা কৃষক একটি ইতিবাচক বাহ্যিকতা কারণ তিনি সমাজকে স্বাস্থ্যকর পণ্য সরবরাহ করেন। বিপরীতভাবে যেকোনো বদ্ধ স্থানে ধূমপান করছে সেটি নেতিবাচক বাহ্যিকতা কারণ সে অন্য লোকদের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, গবেষণা ও উন্নয়ন, জাতীয় ও গৃহস্থালি সুরক্ষা এবং একটি পরিষ্কার পরিবেশ সকলই সরকারি পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাহ্যিকতা তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তির ক্রিয়াগুলি অন্য ব্যক্তির মঙ্গলকে প্রভাবিত করে এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় এবং বেনিফিটগুলি বাজারের দামগুলিতে প্রতিফলিত হয় না। আমার ইয়ার্ড পরিষ্কার করার পরে আমার প্রতিবেশীরা যখন উপকৃত হয় তখন একটি ইতিবাচক বাহ্যিকতা দেখা দেয়। আমি যদি এই সুবিধার জন্য তাদের চার্জ না করতে পারি তবে আমি যতবার ইচ্ছেমতো ইয়ার্ডটি পরিষ্কার করব না। একজন ব্যক্তির ক্রিয়া যখন অন্যকে ক্ষতি করে তখন একটি নেতিবাচক বাহ্যিকতা তৈরি হয়।

সারসংক্ষেপ

- দক্ষ বন্টন হলো এমন এক অবস্থা যখন সমাজের কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অন্যের কল্যান বাড়ানো যায়না;
- সাধারণত নতুন শিল্পে নতুন সংস্থাগুলি যা খুব বেশি বিশ্লেষণ করা হয় না, সেই সংস্থাগুলির স্টকের জন্য অদক্ষ বাজার লক্ষ্য করা যায়;
- বাহ্যিকতা তখন ঘটে যখন কোনও ব্যক্তির ক্রিয়াগুলি অন্য ব্যক্তির মঙ্গলকে প্রভাবিত করে এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় এবং বেনিফিটগুলি বাজারের দামগুলিতে প্রতিফলিত হয় না।

পাঠ ৯.২ ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্য
Private and Public Good

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্য

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে দ্রব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি ব্যক্তিগত পণ্য একটি সামাজিক পণ্যের বিপরীত। সামাজিক পণ্যগুলি সকলের পক্ষে ব্যবহারের জন্য সাধারণভাবে উন্মুক্ত থাকে এবং এক পক্ষের দ্বারা সেবন করা অন্য পক্ষের এটির ব্যবহারের ক্ষমতাকে বাধা দেয় না। গনদ্রব্যের ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। অনেক পাবলিক পণ্য বিনা ব্যয়ে ভোগ করা যায়।

সরকারি অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবাসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্য।

অধ্যাপক Richard A Masgrave দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে দ্রব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এটি সরকারি অর্থব্যবস্থায় খুবই গুরুত্ব বহন করে। দ্রব্যগুলো হলো–

ক) ব্যক্তিগত দ্রব্য

খ) সামাজিক বা গনদ্রব্য

গ) Quasi-social Goods.

এখন তিনটি দ্রব্যের বিস্তারিত আলোচনা করা যাক–

ক) ব্যক্তিগত দ্রব্য : সাধারণত যে দ্রব্যগুলো একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে সেই দ্রব্যগুলোই ব্যক্তিগত দ্রব্য। ব্যক্তিগত দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য থাকে। এ ক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করে। যেমন– একটি টুথ ব্রাশ, একটি শাড়ি ইত্যাদি ব্যক্তিগত দ্রব্যের উদাহরণ।

ব্যক্তিগত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত দ্রব্যের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সাধারণত চাহিদা ও যোগানের সমতা সাপেক্ষে ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ = দাম এবং দাম = প্রান্তিক খরচ সাপেক্ষে চাহিদা = যোগান শর্ত পালিত হয়। ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

২. ব্যক্তিগত দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হয়। যেমন– পূর্বের উদাহরণে শাড়ির কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাজারে একাধিক শাড়ি থাকতে পারে। তেমনি শত শত ফ্রিজ থাকতে পারে।

৩. ব্যক্তিগত দ্রব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরন নীতি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে একজনের ভোগ দ্বারা অন্যজন বঞ্চিত হয়। যেমন– একটি রুই মাছ বাজারে দশজন ক্রেতা পছন্দ করল। কিন্তু মাছটি একজন কিনলে বাকী নয় জন বঞ্চিত হবে।

৪. ব্যক্তিগত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বঞ্চিতকরণ নীতি প্রযোজ্য হয়। এখানে একজন উৎপাদকের উৎপাদনের পরিমাণ অন্য একজন উৎপাদকের উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৫. ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক উৎপাদক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে। উৎপাদকেরা মুনাফা হলে উৎপাদন করবে, মুনাফা না হলে উৎপাদন করবে না।
৬. বাহ্যিকতা একটি বিষয়, যা ব্যক্তিগত দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ উভয় ক্ষেত্রে আছে।

খ) সামাজিক বা গণদ্রব্য : যে সকল দ্রব্য সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে সেগুলোকে সামাজিক বা গণদ্রব্য বলা হয়। এসব দ্রব্য বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যা প্রত্যেক ভোক্তা প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করতে পারে। যেমন– একটি মহাসড়ক, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি। এসব দ্রব্য দেশের যেকোনো নাগরিক ভোগ করতে পারে।

গনদ্রব্যের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থায়, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরী অথচ সমাজের সব লোক সমানভাবে ভোগ করে এমনসব দ্রব্যকে গনদ্রব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গণদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত দ্রব্যের মতো গণদ্রব্যেরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সামাজিক তথা গণদ্রব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. গণদ্রব্যে সমাজের সকল লোকের সমান অধিকার থাকে। গণদ্রব্য যৌথভাবে ভোগ করা হয়। আয় বেশি হলেই ভোগ বেশি এটি গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ গনদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজন করা সম্ভব নয়।
২. গনদ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি কার্যকর হয় না। অর্থাৎ একজন অন্যজনকে গণদ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত করতে পারে না। যেমন– একটি মহাসড়কের ওপর দিয়ে সমাজের ধনী-গরিব যে কেউ গাড়ি চালাতে পারে।
৩. গণদ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় শূন্য থাকে। গণদ্রব্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভোক্তাকে কোনো খরচ করতে হয় না। যেমন– মহাসড়কে গাড়ি চালালে প্রতিবারই কোনো খরচ করতে হবে না।
৪. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য যেভাবে নির্ধারণ করা হয় গণদ্রব্যের মূল্য সেভাবে নির্ধারণ করা হয় না। কারণ গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।
৫. গণদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ প্রভাব থাকবে কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে তা থাকে না।
৬. বেশির ভাগ গণদ্রব্যই বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় পরিলক্ষিত হয়।
৭. সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধন করা গণদ্রব্যের মূল উদ্দেশ্য।

গ) **Quasi-Social Goods**

অনেক সময় সরকার কিছু কিছু দ্রব্যও সেবা সরবরাহ করে। তবে এ ক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করতে পারে। সমাজের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে এ ধরনের দ্রব্যও সেবা উৎপাদন করা হয়। এগুলো গুণগত ও পরিমাণগতভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হতে পারে। যেমন সরকারি স্কুলে লেখাপড়া সীমিত আসনের। স্বল্প মূল্যে ছাত্রদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা অথবা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা বিভাজ্য প্রকৃতির বা যিনি বেশি অর্থ দেবেন তিনি কেবিনে থাকবেন আর যিনি কম অর্থ দিবেন তিনি সাধারণ বেডে থাকবেন। এগুলো সবই Quasi-public Goods।

সারসংক্ষেপ

- সরকারি অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবাসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গণদ্রব্য;
- যে সকল দ্রব্য সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে সেগুলোকে সামাজিক বা গণদ্রব্য বলা হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন-৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজার অদক্ষতা কাকে বলে?

২. বাহ্যিকতা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজার ব্যর্থতার ধরণ ব্যাখ্যা করুন।

২. ব্যক্তিগত দ্রব্য ও গন দ্রব্যের পার্থক্য করুন।

৩. Quasi -social Goods কাকে বলে? উদাহরন দিন।